ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

পাঠ ১ - আল্লাহর পরিচয়

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় | তিনি সত্তাগতভাবে যেমনি একক তেমনি গুণাবলীতেও অতুলনীয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ একক সত্তা। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ। গুণাবলীর দিক থেকেও মহান আল্লাহ অদ্বিতীয়। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত ও সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, পুরস্কারদাতা, শাস্তিদাতা, ইত্যাদি। তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই।

কোন কিছুই সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। মহান আল্লাহ তায়ালাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। তিনি 'হও' (কুন) বলার সাথে সাথে সবকিছু সৃষ্টি হয়ে যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিকে তিনি মানুষের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন। আবার সমগ্র সৃষ্টজগৎ ধ্বংস করে তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তাঁর হুকুম ও নিয়মেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু পরিচালিত হয়। কোনো সৃষ্টিই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় এবং তিনি সব বিষয়ে জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি একমাত্র জ্ঞান রাখেন।

আল্লাহ সব কিছু শোনেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা। মানুষ প্রকাশ্য ও গোপনে যে কথাবার্তা বলে, আলোচনা করে, আল্লাহ তা শোনেন। এমনকি মানুষ মনে মনে যা বলে তাও আল্লাহ শোনেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না।

আল্লাহ সৃষ্টির সবকিছু দেখেন। আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। আমরা প্রকাশ্য ও গোপনে যা করি তা তিনি দেখেন। সাগরের তলদেশে ও অন্ধকারে অতি ক্ষুদ্র জীবও দেখতে পারেন। তাঁর কাছে অদৃশ্য কিছুই নেই।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তায়ালা কারো ভালো করতে চাইলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। আবার আল্লাহ তায়ালা ক্ষতি করলে তাকে কেউ রোধ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনেক সুন্দর গুণবাচক নাম আছে। এই গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। এই নামসমূহকে আসমাউল হুসনা বলা হয়।

এই উত্তম নামসমূহ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ গুণে বা বলে শেষ করা যাবে না। আর এ নামগুলো কোন মানুষের দেওয়া নয়। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর বেশ কিছু নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

নিম্নে আল্লাহ তায়ালার কিছু গুণবাচক নাম সমূহ অর্থসহ দেওয়া হলো।

ক্রমিক নম্বর	আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম	গুণবাচক নামের অর্থ
১।	আর রাহমান	পরম দয়ালু
২।	আর রাহীম	পরম করুণাময়
৩।	আল খালিক	সৃষ্টিকর্তা
৪।	আর রাজ্জাক	রিজিকদাতা
৫।	আল-মালিক	সর্বাধিকারী
৬।	আল কাদীর	সর্বশক্তিমান
৭।	আস-সালাম	শান্তিদাতা
৮।	আল গাফুর	ক্ষমাশীল

ক্রমিক নম্বর	আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম	গুণবাচক নামের অর্থ
৯।	আল হালীম	অতি সহনশীল
১০।	আস সামী	সর্বশ্রোতা
১১।	আল বাসির	সর্বদ্রষ্টা
১২।	আল জাব্বার	পরাক্রমশীল
১৩।	আল আযিয	মহা পরাক্রমশালী
১৪।	আল আলিম	সর্বজ্ঞানী
১৫।	আল হাকিম	মহা প্রজ্ঞাময়

আমরা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তাঁর নিয়ামত ভোগ করব। একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করব। তাঁরই শোকর আদায় করব। আমরা একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করব। আল্লাহতায়ালার প্রতি এই আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম।

সকল প্রশংসা এবং ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলব ও তাঁর ইবাদত করব। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল ভাল কাজ করব। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দাও।

০২। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু কীভাবে সৃষ্টি করেছেন ?

০৩। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু কেন সৃষ্টি করেছেন ?

০৪। 'আল্লাহ সর্বশ্রোতা' – ব্যাখ্যা কর।

০৫। 'আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা' – ব্যাখ্যা কর।

০৬। 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' – ব্যাখ্যা কর।

০৭। আসমাউল হুসনা কাকে বলে?

০৮। এই পৃথিবীর সবকিছু কে পরিচালনা করেন?

০৯। আল্লাহ তায়ালার দশটি গুণবাচক নাম অর্থসহ বল।

১০। ইসলাম বলতে কী বোঝ?

পাঠ ২ - ইমান

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইমান। ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস।

ইসলামের মূল বিষয়গুলো অর্থাৎ এক আল্লাহ ও তার নবি-রাসুলগণ এবং তাঁর আসমানি কিতাব সমুহ, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদীর, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করাকে **ইমান** বলে।

ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সেই অনুসারে আমল করাই হল **প্রকৃত ইমান**।

যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে তাকে **মুমিন** বলে।

ইমানের মৌলিক বিষয় মোট সাতটি। মুমিন হওয়ার জন্য এই সাতটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

১। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস

২। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

৩। আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

৪। নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

৫। শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস

৬। তকদিরের প্রতি বিশ্বাস

৭। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস

কালেমা তায়্যিবা

কালেমা অর্থ বাণী বা বাক্য। তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র। কালেমা তায়্যিবা অর্থ পবিত্র বাণী বা বাক্য।

لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْ لُ اللهِ

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। হযরত মূহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

কালেমা তায়্যিবা ইমানের মূল কথা। এই কালেমা দ্বারা তাওহিদের, আল্লাহর একাত্ববাদের এবং রিসালাতের অর্থাৎ রাসুল (স) এর প্রতি ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

কালেমা শাহাদত

অন্যদিকে কালেমা শাহাদাত হলো- সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্য। অর্থাৎ এ কালেমা দ্বারা তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

উচ্চারণঃ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

এই কালিমা দ্বারা আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ হিসাবে স্বীকার করে নেই। হযরত মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হিসেবে সাক্ষ্য দেই। তাওহিদ ও রিসালাতের উপর ইমান আনি। এটি ইসলামের মূল বিষয়।

সুতরাং আমরা শুদ্ধভাবে কালিমা পড়ব এবং কালিমার মর্মার্থ অনুসারে আমল করব।

ইমান মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَا تِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণঃ আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমায়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামি'আ আহ্কামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর থিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর মেনে নিলাম তাঁর সব হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান ।

ইমান মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَيَوْ مِ الاٰ خِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِ هٖ وَشَرِّ هٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

উচ্চারণঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়ারুসুলিহী ওয়াইয়াওমিল আখিরি ওয়ালকাদরি খাইরিহী ওয়াশাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

অর্থঃ আমি ইমান আনলাম আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও তাঁর রাসূলগণের উপর। আরও ইমান আনলাম শেষ দিবসে ও তকদিরের ভালমন্দে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। ইমান শব্দের অর্থ কী ?

০২। ইমান কাকে বলে ?

০৩। প্রকৃত ইমান বলতে কী বুঝ ?

০৪। মুমিন কাকে বলে ?

০৫। ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কী কী ?

০৬। কালেমা তায়্যিবার শাব্দিক অর্থ কী? এই কালেমা দ্বারা কী কী ঘোষণা করা হয়েছে?

০৭। কালেমা শাহাদাতের অর্থ কী? এই কালেমা দ্বারা কী কী সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে?

০৮। ইমান মুজমাল অর্থসহ শুদ্ধভাবে বল।

০৯। ইমান মুফাসসাল অর্থসহ শুদ্ধভাবে বল।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

পাঠ ৩ - নবি-রাসুল

আল্লাহ তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য যুগে যুগে যে সব মহামানবকে মনোনীত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে নবি-রাসুল বলা হয়।

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। তাঁরা কেউ আল্লাহ অংশ বা আল্লাহর পুত্র ছিলেন না বরং মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাদের নির্বাচন করেছেন। তাঁরা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, নিষ্পাপ ও বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ ও মানবদরদি। তাঁরা সবাই ছিলেন আদর্শ মানব। তাঁদের উন্নত চরিত্রে মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

নবি-রাসূলগণ মানুষের নিকট আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁরা মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী ও বিধান পৌছে দিতেন। আল্লাহপাকের নির্দেশ আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সবসময় মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন।

নবি- রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছিল তাঁরা ছিলেন রাসুল আর যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব আসেনি তারা হলেন নবি। নবিরা পূর্ববর্তী রাসুলের প্রচারিত ধর্ম প্রচার করতেন।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে অনেক নবি- রাসুল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নবি-রাসুল এসেছে। এক মতে তাদের সংখ্যা সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। অন্য মতে তাদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। তার মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন রাসুল ছিলেন। অতএব বোঝা যায় প্রত্যেক রাসুলই নবি ছিলেন কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসুল ছিলেন না।

এই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজেই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে ১০টি সহিফা পাঠিয়েছিলেন। সহিফা মানে ছোট কিতাব।

সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল যে নবির সময়, তাঁর নাম হযরত নূহ (আ)। একজন নবিকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আগুন তাকে পোড়ায়নি। তাঁর নাম হযরত ইবরাহীম (আযে নবিকে যবিউল্লাহ বলা হয় তার ।((আ) নাম ইসমাঈল। হযরত মুহাম্মদ (সযে ।(আ) এর পূর্বে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ ছিলেন হযরত ইউসুফ-(-কীট ,পাখি-পশু ,ইনসান-জিন ।(আ) তাঁর নাম হযরত মূসা ,রাসুল সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন তাঁর নাম হযরত ঈসা ,জন্মের পরেই কথা বলেছেন যে নবি ।(আ) পতঙ্গের বাদশাহ ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)।

আর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তাঁর পরে দুনিয়াতে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না। এজন্য তাকে বলা হয় খাতামুন্নাবিয়্যীন। খাতামুন্নাবিয়্যীন মানে সর্বশেষ নবি। আমরা সকল নবি-রাসুলকে বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা করব। আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর দেখানো পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার পবিত্র মক্কা নগরীতে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের আগেই পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং আহমাদ।

চারিত্রিক সকল ভাল গুণ ছিল তার মধ্যে । তিনি অহংকার, অপব্যয়, অর্থহীন ও অনৈতিক কথা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন এবং তিনি অন্যের দোষ খোঁজা ও কাউকে লজ্জা দেয়া থেকেও বিরত থাকতেন। সর্বদা মানুষের সাথে হাসিখুশি কথা বলতেন। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন। মানবতার কল্যাণে নিজের সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। তাঁকে আপন-পর সকলে আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করেন। এককথায় তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণী ও জীবজন্তুর উপকারী বন্ধু ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর বয়স যখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তখন তিনি ব্যকুল হয়ে উঠেন। এসময়ে তিনি জাবালে নূরের হেরাগুহায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। অবশেষে রমজান মাসে কদরের রাতে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাইল (আ) আল্লাহর মহান বাণী সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন। তিনি মহানবি (স)-কে লক্ষ্য করে বললেন, اِقْرَا (ইক্বরা-পড়ুন)। পড়তে বললেন, কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। এভাবে তিনি ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমজান মাসের ২৭ তারিখে নবুয়ত লাভ করেন। বিদায় হজের পরে তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং হিজরি একাদশ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনা শরিফে মসজিদে নববির একপাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (স) এর নিকট এ বাণীসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিছু বাণী মক্কায় এবং কিছু বাণী মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইন্তেকালের পূর্বে কুরআন সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপে সংকলিত হয়নি, কারণ তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুরআন নাজিলের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। অবতীর্ণ অংশসমূহ তখন চামড়া, গাছের বাকল, পাথর, চওড়া হাড়ের খন্ড ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হতো। তবে রাসুলুল্লাহ (স) তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের সমুদয় আয়াতের বিন্যাসক্রম ঠিক করে দিয়েছিলেন।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। কাদেরকে নবি-রাসুল বলা হয়?

২। নবি-রাসুলগণের কী কী গুণ থাকে?

৩। নবি-রাসুলগণ মানুষের জন্য কী কী করতেন?

৪। নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫। পৃথিবীতে নবি-রাসুলগণের সংখ্যা কত ছিল?

৬। পৃথিবীতে রাসুলগণের সংখ্যা কত ছিল?

৭। আমাদের প্রথম নবির নাম কী?

৮। আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষ ও নবিকে কীভাবে সৃষ্টি করেছিলেন?

৯। সহিফা বলতে কী বুঝ?

১০। আল্লাহ তায়ালা প্রথম নবির কাছে কয়টি সহিফা পাঠিয়েছিলেন?

১১। কোন নবির সময় সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল?

১২। কোন নবিকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছিল?

১৩। কোন নবিকে যবিউল্লাহ বলা হয়?

১৪। হযরত মুহাম্মদ (স এর পূর্বে-(কোন নবি সবচেয়ে সুন্দর মানুষ ছিলেন?

১৫। কোন রাসুল সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন?

১৬। কোন নবি জিন-ইনসান, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের বাদশাহ ছিলেন?

১৭। কোন নবি জন্মের পরেই কথা বলেছেন?

১৮। পৃথিবীর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি কে ?

১৯। খাতামুন্নাবিয়্যীন মানে কী?

২০। কোন নবিকে খাতামুন্নাবিয়্যীন বলা হয়? কেন বলা হয়?

২১। কার দেখানো পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব?

২২। হযরত মুহাম্মদ (স) কবে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২৩। হযরত মুহাম্মদ (স) এর পিতা, মাতা ও দাদার নাম কী?

২৪। হযরত মুহাম্মদ (স) এর পিতা কখন মৃত্যুবরণ করেন?

২৫। জন্মের পর হযরত মুহাম্মদ (স) এর কী কী নাম রাখা হয়েছিল?

২৬। হযরত মুহাম্মদ (স) এর চারিত্রিক কী কী ভাল গুণ ছিল?

২৭। হযরত মুহাম্মদ (স) কখন নবুয়ত লাভ করেন?

২৮। হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?

২৯। হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করার সময় আল্লাহ তায়ালা কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কুরআন মজিদের আয়াত নাজিল করেন?

৩০। নবুয়ত লাভ করার সময় হযরত মুহাম্মদ (স) কে সর্বপ্রথম কোন শব্দটি পড়তে বলা হয়েছিল?

৩১। হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করার সময় আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের কোন সূরার কয়টি আয়াত নাজিল করেন?

৩২। হযরত মুহাম্মদ (স) কবে ও কোথায় ইন্তেকাল করেন?

৩৩। হযরত মুহাম্মদ (স) কে কোথায় কবর দেওয়া হয়?

৩৪। কত বছর ধরে এবং কীভাবে কুরআন মজিদ নাজিল হয়েছিল?

৩৫। কোথায় কোথায় কুরআন মজিদের বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল?

৩৬। কেন হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইন্তেকালের পূর্বে কুরআন সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপে সংকলিত হয়নি?

৩৭। কুরআনের অবতীর্ণ অংশসমূহ কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো?

৩৮। কখন এবং কীভাবে রাসুলুল্লাহ (স) কুরআনের সমুদয় আয়াতের বিন্যাসক্রম ঠিক করে দিয়েছিলেন?

পাঠ ৪ – ইবাদত

'ইবাদত' আরবি শব্দ। 'ইবাদত' শব্দের অর্থ আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগী ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালিত করাকেই ইবাদত বলে।

সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, ইত্যাদি আমরা যেমন ইবাদত হিসেবে পালন করে থাকে তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামী বিধি বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করা ইবাদতের অংশ। মহান আল্লাহ সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব স্বীকার করার জন্য।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে" । (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াতঃ ৫৬)

ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখের হয় পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়।

ইসলাম পাঁচটি রুকুনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রুকন মানে খুঁটি। পাঁচটি রুকন হলোঃ

১। ইমান ২। সালাত ৩। সাওম ৪। হজ ৫। যাকাত

ইমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। জান্নাত লাভ করতে হলে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে।

মহানবি (স) বলেছেন, "সালাত জান্নাতের চাবিকাঠি" । - তিরমিজি, ইবনেমাজা, আবুদাউদ।

দিনে-রাতে মোট পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো-

১। ফজর ২। যোহর ৩। আসর ৪। মাগরিব ৫। ইশা

ছেলে মেয়ে সাত বছর হলে তাদের দ্বারা সালাত আদায় করানো পিতা মাতার উপর ওয়াজিব। সালাত কারো জন্য মাফ নাই। কোন অবস্থাতেই সালাত ছাড়া যায় না। রোগী, অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে।

আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কর্মই ইবাদত, যদি সেই কাজগুলি আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও তাঁর রাসুল (সঃ) এর নির্দেশিত পথ অনুযায়ী হয়। যেমনঃ আমরা খেতে বসলে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করি তবে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকবো ততক্ষন আল্লাহর রহমত পেতে থাকবো। এটা ইবাদত। পড়ার সময় যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়া শুরু করি তবে ততক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব ততক্ষণই তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। স্কুলে যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে সকল বিপদ-আপদ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। একজন অন্ধলোক রাস্তা পার হতে পারছে না তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে তাও আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি ঘুমানোর আগে পাক পবিত্র হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমালে নিদ্রার সময়টুকু আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে।

তাই আমরা সর্বদা আন্তরিকতার সাথে ইবাদত পালন করব। আমাদের জীবন সর্বক্ষণই যাতে আল্লাহর ইবাদতে গণ্য হয় সে চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

২। ইবাদত কাকে বলে?

৩। কী কী কাজ সম্পন্ন করা ইবাদতের অংশ?

৪। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

৫। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদের সূরা আয-যারিয়াতের আয়াত-৫৬ এ কী বলেছেন?

৬। ইবাদত করলে কী হয়?

৭। রুকন মানে কী?

৮। ইসলাম কয়টি রুকুনের ওপর প্রতিষ্ঠিত? সেগুলো কী কী?

৯। জান্নাত লাভ করতে হলে কী করতে হবে?

১০। জান্নাতের চাবিকাঠি কী?

১১। দিনে-রাতে মোট কত বার সালাত আদায় করতে হয়? ওয়াক্তগুলোর নাম উল্লেখ কর।

১২। ছেলে-মেয়ে সাত বছর বয়স হলে তাদের দ্বারা সালাত আদায় করানো কাদের ওপর ওয়াজিব?

১৩। কিসের মাফ নাই?

১৪। যদি কোন কাজ আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও তাঁর রাসুল (সঃ) এর নির্দেশিত পথ অনুযায়ী হয়, সেই কাজগুলি কী হিসেবে গণ্য হয়?

১৫। খাওয়া এবং পড়া কীভাবে শুরু করলে আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে?

১৬। স্কুলে যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে কী হয়?

১৭। অন্ধলোককে সাহায্য করলে কী ঘটে? একজন অন্ধলোক যে রাস্তা পার হতে পারছে না তাকে সাহায্য করলে কী হয়?

১৮। কীভাবে ঘুমালে তা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে?

১৯। আমরা কীভাবে ইবাদত পালন করব?

২০। আমাদের কেন সর্বক্ষণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে?

পাঠ ৫ - কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। কালাম অর্থ বাণী। এটি সর্বশেষ আসমানি কিতাব যা আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স) এর কাছে নাজিল করেন। এটি মানবজাতির সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ এবং পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে সমগ্র কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন মজিদের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর যখন মহানবি (স) এর বয়স ৪০ বছর এবং অবতরণ শেষ হয়েছিল মহানবি (স) এর ইন্তেকালের বছর অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। কুরআন মজিদে মোট ৩০ টি পারা বা অধ্যায় রয়েছে। সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬ টি। সূরাগুলো বিভিন্ন আকারের হলেও কুরআন মজিদের পারাগুলো প্রায় সমান আকারের। কুরআন মজিদের সবচেয়ে বড় সূরা হলো সূরা বাকারা। এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬। সবচেয়ে ছোট সূরা হলো সূরা কাওসার। এর আয়াত সংখ্যা ৩।

চৌদ্দশ 'বছর অতিক্রান্ত হলেও পবিত্র কুরআন যেমন নাজিল হয়েছিল তেমনি আছে। এই কিতাবের কোন পরিবর্তন হয়নি আর কোন প্রকার পরিবর্তন হবেও না। কারণ এই কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা নিজে।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আমিই কুরআন মজিদ নাজিল করেছি আর আমিই তা হেফাজত করব।' (সূরা হিজর)

কুরআন মজিদ তিলওয়াতের উদ্দেশ্য চারটি। যথাঃ

১. শুদ্ধভাবে তিলওয়াত করা

২. এর অর্থ বোঝা

৩. আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করা

৪. আল্লাহ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা

সঠিক উচ্চারণে আমাদের কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে কালামের অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুদ্ধ হয়। সঠিক ও শুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। সালাত শুদ্ধ হয় না। সেজন্য আমরা কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা শিখব। অপরকে শিখাব। কুরআন মজিদের নির্দেশমতো চলব।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

হরকত

আরবি শব্দ উচ্চারণ করার জন্য যে স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হরকত বলে ।

হরকত তিনটি। যথাঃ যবর ـَ , যের ـِ , পেশ ـُ

১। হরফের উপর যবর থাকলে উচ্চারণে আ-কার হবে।

যথাঃ كَتَبَ কাফ যবর কা, তা যবর তা, বা যবর বা = কাতাবা

نَ صَ رَ = نَصَرَ	خَ لَ قَ = خَلَقَ	فَ تَ حَ = فَتَحَ	دَ خَ لَ = دَخَلَ
فَ عَ لَ = فَعَلَ	خَ رَ جَ = خَرَجَ	طَ لَ عَ = طَلَعَ	وَ لَ دَ = وَلَدَ

২। হরফের নিচে যের থাকলে উচ্চারণে ই-কার হবে।

যথাঃ كِنَا কাফ যের কি, নূন আলিফ যবর না, = কিনা

اِ ذَ ا = اِذَا	اِ ل ى = اِلى	هِ ىَ = هِىَ	بِ مَ ا = بِمَا
لِ مَ ا ذَ ا = لِمَاذَا	سَ مِ عَ = سَمِعَ	سَ لِ مَ = سَلِمَ	رَ حِ مَ = رَحِمَ

২। হরফের উপর পেশ থাকলে উচ্চারণে উ-কার হবে।

যথাঃ كُتِبَ কাফ পেশ কু, তা যের তি, বা যবর বা = কুতিবা

هُ مْ = هُمْ	كُ مْ = كُمْ	كُ مَ ا = كُمَا	هُ مَ ا = هُمَا
هُ وَ = هُوَ	كُ تِ بَ = كُتِبَ	نُ صِ بَ = نُصِبَ	مُ نِ رَ = مُنِرَ
جُ مِ عَ = جُمِعَ	خُ لِ قَ = خُلِقَ	كَ ثُ رَ = كَثُرَ	حَ سُ نَ = حَسُنَ
قَ رُ بَ = قَرُبَ	بَ عُ دَ = بَعُدَ	كَ رُ مَ = كَرُمَ	اَ سُ مَ = اَسُمَ

তানবীন

দুই যবর (ـً), দুই যের (ـٍ) ও দুই পেশ (ـٌ) -কে তানবীন বলে।

তানবীনের উচ্চারণ নূনযুক্ত হয়।

দুই যবর (ـً), দুই যের (ـٍ), দুই পেশ (ـٌ) একত্রে উচ্চারণ করে এই ছকটি পড় ও লিখ।

جًا جٍ جٌ	ثًا ثٍ ثٌ	تًا تٍ تٌ	بًا بٍ بٌ	ءًا اٍ اٌ
رًا رٍ رٌ	ذًا ذٍ ذٌ	دًا دٍ دٌ	خًا خٍ خٌ	حًا حٍ حٌ
ضًا ضٍ ضٌ	صًا صٍ صٌ	شًا شٍ شٌ	سًا سٍ سٌ	زًا زٍ زٌ
فًا فٍ فٌ	غًا غٍ غٌ	عًا عٍ عٌ	ظًا ظٍ ظٌ	طًا طٍ طٌ
نًا نٍ نٌ	مًا مٍ مٌ	لًا لٍ لٌ	كًا كٍ كٌ	قًا قٍ قٌ
	يًا يٍ يٌ	ءًا ءٍ ءٌ	هًا هٍ هٌ	وًا وٍ وٌ

জযম

আরবিতে এমন অনেক শব্দ আছে যেখানে অনেক হরফ রয়েছে যাদের যবর, যের, পেশ নেই। কিন্তু আগের হরফের যবর, যের, পেশ রয়েছে। এই যবর, যের, পেশ বিহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নকে জযম বলে।

জযমের অপর নাম সাকিন।

জযম বা সাকিনকে তিনটি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমনঃ (ـْـ / ـ^ـ / ـۡـ)

উদাহরণঃ اَلْ আলিফ লাম যবর = আল

بِیْ বা ইয়া যের = বী

قُنْ ক্বাফ নূন পেশ = ক্বুন

সুতরাং কোন হরফের উপর জযম বা সাকিন থাকলে পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে একবার উচ্চারণ করতে হয়।

জযমযুক্ত হরফের ছকটি পড় ও লিখ।

ثَ وْ مٌ	صَ وْ مٌ	قُ لْ	كُ نْ
ثَوْمٌ	صَوْمٌ	قُلْ	كُنْ
اَ كْ بَ رُ	كُ رْ سِ يٌّ	مَ سْ جِ دُ	كُ نْ تُ مْ
اَكْبَرُ	كُرْسِيٌّ	مَسْجِدُ	كُنْتُمْ

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

তাশদীদ

একই হরফ পাশাপাশি দুইবার উচ্চারণ করাকে তাশদীদ বলে।

তাশদীদ দেখতে শিন হরফের মাথার মতো (ـّـ) ।

তাশদীদের উচ্চারণঃ

১. তাশদীদযুক্ত হরফ দুবার উচ্চারিত হয়।

২. ১ম বার ডানের হরকতের সঙ্গে ২য় বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

যেমনঃ اَنْ + نَ = انّ = আলিফ নুন যবর আন, নূন যবর না = আন্না

رَبْ + بْ = رَبّ = র বা যবর রব, বা যবর বা = রব্বা

তাশদীদ যুক্ত চার্টটি পড় ও লিখ।

اَبّ + بُ	اَبُّ	اُبّ + بًا	اُ بًّا	اَتّ + تَ	اَتَّ
اَتّ + تٍ	اَتٍّ	اَثّ + ثُ	اَثُّ	اُثّ + ثُ	اُثُّ
اَجّ + جٍ	اَجٍّ	اَجّ + جًا	اَجًّا	رَبّ + بَ	رَبَّ
عَمّ + مَ	عَمَّ	اَلّ + لَ	اَلَّ	اِنّ + نَ	اِنَّ

তাশদীদযুক্ত হরফের যের হরফের নিচে ও তাশদীদের নিচে উভয় স্থানে বসতে পারে। যেমনঃ

بِرَبِّ الْفَلَقِ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

মাদ্দ

আরবি শব্দের কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। কোনো হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়তে হয়। দীর্ঘ করে টেনে পরাকে মাদ্দ বলা হয়।

মাদ্দ তিন (৩) প্রকার।

যেমনঃ ১ আলিফ মাদ্দ, ৩ আলিফ মাদ্দ ও ৪ আলিফ মাদ্দ।

কিছু অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের মতে ১ আলিফ মাদ্দ পড়তে কমপক্ষে ১ সেকেন্ড লাগবে।

১ আলিফ মাদ্দঃ

এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ১ আলিফ মাদ্দ বলে।

১ আলিফ মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা- ى , و , ا ।এই তিনটি হরফের সাথে মাদ্দের হরফ ব্যবহৃত হয়।

ا (আলিফ খালি) এর ডান পাশের অক্ষরে যবর, و (ওয়াও সাকিন) এর ডান পাশের অক্ষরে পেশ এবং ى (ইয়া সাকিন) এর ডান পাশের অক্ষরে যের হলে মাদ্দ করে পড়তে হয়। যেমনঃ بَا بُوْ بِي

১ আলিফ মাদ্দ এর আরও কিছু চিহ্ন আছে। যেমনঃ

১। খাড়া যবর ـٰـ

কোনো হরফের উপর ـٰـ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটকে ১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

যথাঃ طٰهٰ = তোয়া খাড়া যবর তোয়া, হা খাড়া যবর হা = তোয়া-হা

২। খাড়া যের ـٖـ

কোনো হরফের উপর এরূপ চিহ্ন ـٖـ থাকলে সে হরফটকে ১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

যথাঃ بِهٖ = বা যের বি, হা খাড়া যের হী = বিহী

৩। উল্টা পেশ ـٗـ

আমরা জানি পেশ ـُـ এরূপ। তবে উল্টা পেশ লেখা হয় ـٗـ এভাবে।

কোনো হরফে উল্টা পেশ থাকলে সে হরফটকে ১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

যথাঃ لَهٗ = লাম যবর লা, হা উল্টা পেশ হূ = লাহূ

৩ আলিফ মাদ্দঃ

তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৩ আলিফ মাদ্দ বলে।

৩ আলিফ মাদ্দের চিহ্ন – ـٰـ

যে হরফের উপর ـٰـ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

যথাঃ كَمٰا = কামা- - -

৪ আলিফ মাদ্দঃ

চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৪ আলিফ মাদ্দ বলে।

৪ আলিফ মাদ্দের চিহ্ন – ـٓـ

যে হরফের উপর ـٓـ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

যথাঃ جَآءَ = যা- - - -আ

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। কুরআন মজিদ কার উপর নাজিল হয়ছে?

০২। সম্পূর্ণ কুরআন মজিদ কত বছর ধরে অবতীর্ণ হয়?

০৩। কুরআন মজিদের প্রথম আয়াত কখন অবতীর্ণ হয় এবং কখন অবতরণ শেষ হয়?

০৪। কুরআন মজিদে মোট কতটি পারা বা অধ্যায় রয়েছে?

০৫ কুরআন মজিদে সর্বমোট কতটি সূরা এবং আয়াত আছে?

০৬। কুরআন মজিদের সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি এবং এই সূরাতে কতটি আয়াত আছে?

০৭। কুরআন মজিদের সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি এবং এই সূরাতে কতটি আয়াত আছে?

০৮। কুরআন মজিদ কেন কখনও পরিবর্তন হবে না?

০৯। কুরআন মজিদ তিলওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী?

১০। আমরা কেন কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখব?

১১। হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি ও কী কী?

১২। হরকত ব্যবহার করার ফলে উচ্চারণ কী হবে? উদাহরণ দাও।

১৩। তানবীন কাকে বলে?

১৪। তানবীন ব্যবহার করার ফলে উচ্চারণ কী হবে? উদাহরণ দাও।

১৫। জযম কাকে বলে? জযমের আরেক নাম কী?

১৬। জযমের চিহ্ন কয়টি ও কী কী?

১৭। জযম কীভাবে উচ্চারণ করতে হয়?

১৮। তাশদীদ কাকে বলে? তাশদীদ কী রকম দেখতে?

১৯। তাশদীদযুক্ত হরফ কীভাবে উচ্চারণ করতে হয়?

২০। মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দ কত প্রকার ও কী কী?

২১। অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের মতে ১ আলিফ মাদ্দ পড়তে কত সময় লাগবে?

২২। ১ আলিফ মাদ্দ কাকে বলে? ১ আলিফ মাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

২৩। ১ আলিফ মাদ্দ এর আরও যে যে চিহ্ন আছে তা উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

২৪। ৩ আলিফ মাদ্দ কাকে বলে? ৩ আলিফ মাদ্দের চিহ্ন উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

২৫। ৪ আলিফ মাদ্দ কাকে বলে? ৪ আলিফ মাদ্দের চিহ্ন উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

পাঠ ৬ - দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র 'দ্বীন' – একটি পূর্নাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। একজন মুসলমানকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের আলোকে জীবন যাপন করতে হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের নীতিমালা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

উচ্চারণঃ ইন্নাদ্দীনা 'ইনদাল্লা-হিল ইছলা-মু

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।' (সুরা আল-ইমরান: আয়াত ১৯)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

উচ্চারণঃ আলইয়াওমা আকমালতুলাকুম দীনাকুম ওয়া আত মামতু'আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাদীতুলাকুমুল ইছলা-মা দীনান।

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' (সুরা মায়েদাঃ আয়াত ৩)

দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহর বিধি মোতাবেক জীবনযাপন করা। মানুষ যেমন তার দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুসরণ করবে, তেমনি অন্য মানুষকে ইসলাম অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমাদের জীবনে প্রতিটি সঠিক কাজের জন্য বিভিন্ন দোয়া রয়েছে যা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর দৈনন্দিন জীবনে পালন করেছেন। এই দোয়াসমুহ পড়ে সেই সংক্রান্ত কাজগুলো করলে কাজে যেমন বরকত ও সফলতা আসে, তেমনি সওয়াবও লাভ হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'দোয়া ইবাদতের মগজ। ' (তিরমিজি : ৩৩৭১)

এবং তিনি আরও বলেছেন, 'দোয়া ইবাদত।' (তিরমিজি :২৯৬৯)

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

ঘুম থেকে উঠার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বাদা মা আমা'তানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থঃ সব প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দান করেছেন এবং তার দিকেই আমাদের পুনরুত্থান।

ঘুমানোর সময় পড়ার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আপনার নামেই মরে যাই আবার আপনারই নামে জীবন লাভ করি।

মহানবি (স) রাতের বেলায় নিজ বিছানায় শোয়ার সময় নিজ হাত ডান গালের নিচে রেখে উপরোক্ত দোয়া পড়তেন।

খাওয়ার শুরু করার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلَى بَرَكَةِ اللّٰهِ

বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা বারকাতিল্লাহ ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ তায়ালার বরকতের সাথে এ খাবার খাচ্ছি।

খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে খাওয়ার মাঝে স্মরণ আসার পর এই দোয়া পড়তে হয়।

وَآخِرَهُ أَوَّلَهُ اللّٰهِ بِسْمِ

বিসমিল্লাহি আওওয়ালাহু ওয়া আখীরাহু।
অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু এবং শেষ করছি।

খাওয়ার শেষ করার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আত্ব আ'মানি ওয়া ছাক্কানি ওয়া জাআলানি মিনাল মুছলেমীন।

অর্থঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জন্য যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

কেউ খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ না বললে সেই খাবারে শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করে, বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলে সেই খাবার থেকে শয়তান কিছু খেতে পারেনা।

আর কেউ যদি বিসমিল্লাহ না বলে খাওয়া শুরু করে এবং পরে মনে করে খাওয়ার দোয়া পড়ে, তাহলে শয়তান যা খায় তা বমি করতে বাধ্য হয়। (মুসলিম(

রাসুল (স) বলেন, 'যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, শয়তান সেই খাবারকে তার জন্যে হালাল মনে করে।'

ডান হাত দিয়ে খাওয়া

মহানবি (স) আজীবন ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন। তিনি বাম হাত দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। মহানবি (স) বলেন, 'তোমরা বাম হাত দিয়ে খাবার খেয়ো না ও পান করো না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। (বুখারি - ৫৩৭৬, মুসলিম – ২০২০)

মহানবি (স) এর খাবার খাওয়ার সময় যদি কোনো খাবার পড়ে যেত, তাহলে তিনি তুলে খেতেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের খাবার আহারের সময় যদি লুকমা পড়ে যায়, তাহলে ময়লা ফেলে তা ভক্ষণ করো। শয়তানের জন্য ফেলে রেখো না।' (মুসলিম – ২০৩৪)

টয়লেটে যাওয়ার আগে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِ نِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবসী ওয়াল খাবায়িস।

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

উপরোক্ত দোয়া পড়ার পর টয়লেটে আগে বাম পা প্রবেশ করাতে হবে।

টয়লেটে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না দিয়ে বসতে হবে। (বুখারি - ১৪৪)

টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আজহাবা আ'ন্নিল আজা ওয়া আ'ফানী।

অর্থঃ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কাছ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।

বাথরুম বা টয়লেট নাপাক ও নোংরা স্থান। নাপাক ও নোংরা স্থানে শয়তান বাস করে। কেউ টয়লেটে প্রবেশের সময় দোয়া না পড়লে শয়তান আমাদেরকে দেখতে পায়। কিন্তু কেউ যদি টয়লেটে প্রবেশ করার আগে উপরোক্ত দোয়াটি পড়ে নেয়, তবে শয়তান তাকে আর দেখতে পায় না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। এই দোয়ার পড়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করি।

ঘরে প্রবেশের দোয়াঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আল্লাহুম্মা ইন্নি আস'আলুকা খাইরল মাউলিজি, ওয়া খাইরাল মাখরাজি বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খরাজনা ওয়া 'আলাল্লাহি রব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার কাছে বাসায় প্রবেশের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং বাসা থেকে বের হওয়ার সময়ও আপনার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ তায়ালার নামেই বের হই। এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করি।

রাসূল (স)বলেছেন- 'যখন তোমাদের কেউ ঘরে প্রবেশ করে, আর প্রবেশের সময় ও খাবারের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান নিজ সঙ্গীদের ডেকে বলে, তোমাদের কোনো বাসস্থান নেই, তোমাদের রাতের কোনো খাবারও নেই।' (মুসলিম)

ঘরে থেকে বের হওয়ার দোয়াঃ

بِاللَّهِ اِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا وَ اللهِ عَلَى تَوَكَّلْتُ اللهِ بِسْمِ

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থঃ আল্লাহর নামে বের হচ্ছি; আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই; আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তিও নেই।

রাসূল (স)বলেছেন- "যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া বলবে তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে।"

হাই আসলে কী করতে হবে?

হাই আসে অলসতা ও জড়তার কারণে। আর এ সব আসে শয়তানের কাছ থেকে। কাজেই আমাদের যখন হাই আসবে যথাসম্ভব তা রোধ করতে হবে। কেননা কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসে।

বুখারি - ৩২৮৯

রাসূল বলেছেন (স), 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন সে যেন নিজের হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখে। নতুবা শয়তান তার মুখের ভিতরে চলে যায়।'

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা রয়েছে?

২। পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম সম্পর্কে কী বলেছেন?

৩। পবিত্র কুরআনের সুরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম সম্পর্কে কী বলেছেন?

৪। দৈনন্দিন জীবনে সবসময় সকলের কী কী করা উচিত?

৫। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) দোয়া সম্পর্কে কী কী বলেছেন?

৬। ঘুম থেকে উঠার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

৭। ঘুমানোর সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

৮। মহানবি (স) ঘুমানোর সময়ের দোয়া কীভাবে পড়তেন?

৯। খাওয়া শুরু করার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া না পরলে কী ঘটে?

১০। খাওয়া শেষ করার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার তার অর্থ বল।

১১। খাওয়া শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে খাওয়ার মাঝে স্মরণ আসার পর কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া পড়লে কী ঘটে?

১২। রাসুল (স) খাওয়া শুরুর দোয়ার বিষয়ে কী বলেছেন?

১৩। মহানবি (স) কোন হাত দিয়ে খাবার খেতেন?

১৪। মহানবি (স) কেন বাম হাত দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন?

১৫। খাবার খাওয়ার সময় কোনো খাবার পড়ে গেলে মহানবি (স) কী করতেন? এই বিষয়ে তিনি কী বলেছেন?

১৬। টয়লেটে যাওয়ার আগে কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া না পড়লে কী ঘটে?

১৭। টয়লেটে থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

১৮। ঘরে প্রবেশের সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া পড়লে কী ঘটে?

১৯। ঘরে থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? এই দোয়া পড়লে কী ঘটে?

২০। হাই আসলে কী করতে হবে?